মুজিবনগরে বৃদ্ধাসহ তিন নারীকে পিটিয়ে জখমের অভিযোগ

মুজিবনগরের মহাজনপুর গ্রামে পারিবারিক কলহের জেরে বৃদ্ধাসহ তিন নারীকে পিটিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে।

আহতদের মধ্যে রয়েছেন রাহিদুল ইসলামের দুই বোন জহুরা ও ফাহিমা এবং তাদের বৃদ্ধা মা সাবিরুন নেছা। রাহিদুল ইসলাম একজন ঘোড়ার গাড়ি চালক। তিনি বিয়ে করেছেন একই গ্রামের ওমর আলীর মেয়েকে। পারিবারিক কলহের জেরে চার দিন আগে তার স্ত্রী বাপের বাড়িতে চলে যান এবং সঙ্গে করে ছাগল, আসবাবপত্রসহ গৃহস্থালির অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে যান।

রাহিদুল জানান, পারিবারিক এই জটিলতা মীমাংসার উদ্দেশ্যে তার দুই বোন জহুরা ও ফাহিমা তার বাড়িতে আসেন। একপর্যায়ে শ্বশুর ওমর আলীর সঙ্গে কথাবার্তার সময় জহুরা তার ভ্যানগাড়িতে আঘাত পান। এরপর পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে পড়ে।

অভিযোগ উঠেছে, মহাজনপুর গ্রামের ফতুর ছেলে খোকা ও তার সহযোগীরা এই আক্রমণ চালায়। এ সময় জহুরা, ফাহিমা এবং তাদের বৃদ্ধা মা সাবিরুন কেউই রেহাই পাননি। জহুরার অভিযোগ, রড, লাঠি ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাদের আঘাত করা হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার বিকেল ৪টার দিকে, তবে আহতরা চিকিৎসার জন্য মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পৌঁছান সন্ধ্যা ৭টায়। দেরির কারণ জানতে চাইলে তারা জানান, খোকা ও তার লোকজন দিনের আলোতে তাদের বাইরে যেতে বাধা দেন।

রাহিদুল জানান, খোকা তার ফুফাতো ভাই এবং তাদের বসবাসের জমি রাহিদুলের বাবার দানকৃত। তাকে সেই জমি থেকে উচ্ছেদ করতেই এই হামলার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে বলে তার দাবি।

সাবিরুন নেছাকে অক্সিজেন দিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান, এখন পর্যন্ত থানায় কেউ অভিযোগ দায়ের করেনি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা

মেহেরপুরের আমঝুপিতে মহিলাসহ দুইজনকে পিটিয়ে জখম, থানায় মামলা

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে রোজিনা খাতুন ও মনিরুল ইসলাম নামের দুজনকে বেধড়ক মারপিট করার ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গত ২০ অক্টোবর রাতে রোজিনা খাতুন বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলায় আসামি করা হয়েছে, আমঝুপি উত্তরপাড়ার আব্দুল লতিফ, তার ছেলে মেহেদী হাসান ও আমির হাসান হিমেলকে। মামলায় অজ্ঞাত আরও ১০/১২ জনকে আসামি করা হয়েছে।

মামলার বাদী রোজিনা খাতুন এজাহারে উল্লেখ করেন, আসামিদের সাথে জমিজমার বিষয় নিয়ে পূর্ব হইতে বিরোধ চলে আসছে। আসামিরা প্রতিনিয়ত তাদের বিভিন্নভাবে হেও প্রতিপন্নসহ খুন-জখমের হুমকি প্রদান করিয়া আসিতেছে। জমিজমা সংক্রান্তে আসামিদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর আদালতে মামলা দায়ের করলে আদালত ১৪৫ ধারা জারি করিয়া স্ব-স্বস্থানে থাকার জন্য উভয়পক্ষকে নোটিশ প্রদান করে। আসামিরা আদালতের আদেশ অমান্য করে গত ২০ অক্টোবর দুপুরের দিকে তাদের ভাড়াকরা গুন্ডা বাহিনী নিয়ে বাদীর দখলীয় জমিতে অনধিকার প্রবেশ করে জোর পূর্বক বাড়ী নির্মাণ করতে যায়। এসময় বাদী বাধা প্রদান করলে আসামিরা একত্রে বাদীকে উদ্দেশ্যে করিয়া বিভিন্ন রকম খারাপ ভাষায় গালিগালাজ করে। বাদী আসামিদেরকে গালিগালাজ করিতে নিষেধ করলে আসামি মেহেদী হাসান মারতে হুকুম দিলে আসামি আমির হাসান দৌড়ে এসে আমাকে এলোপাতাড়ি কিল-ঘুষি মারতে থাকে এবং আমার মাথার চুল চেপে ধরে মাটিতে টানাহেচড়া করে নিয়ে বেড়ায় ও আমার পরনের কাপড়-চোপড় বিবস্ত্র করে শ্লীলতাহানী করে। তখন আমার চিৎকারে আমার দেবর মনিরুল ইসলাম চঞ্চল আমাকে উদ্ধার করতে যায়।

এসময় আসামি আমির হাসান হিমেল ও আব্দুল লতিফ বাঁশের লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করিয়া শরীরের বিভিন্নস্থোনে আঘাত করে জখম করে। ওই আঘাতের ফলে আমি মাটিতে পড়ে গেলে আসামী মেহেদী হাসান তার হাতে থাকা বাঁশের লাঠি দিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে মাথা বরাবর আঘাত করতে গেলে আমি আমার মাথা সরিয়ে নিলে আমার ডান চোখের উপরে লেগে আমার চোখ অন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। আমাদের চিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসলে আসামিরা পালিয়ে যায় এবং আমাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসে।

ঝিনাইদহে পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে চা দোকানীকে পিটিয়ে জখম

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হলিধানী বাজারে পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে চা দোকানী মফিজুলকে পিটিয়ে জখম করেছে দুবৃত্তরা। আহত মফিজুলকে চিকিৎসার জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গত শুক্রবার রাত ১০টার দিকে মফিজুলের চায়ের দোকানে এই ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, হলিধানী বাজারের গাফ্ফার হোসেনের ছেলে টিটন (২৩) এর নিকট চা দোকানী মফিজুল ইসলাম ১হাজার ৫শত টাকা পায়, উক্ত পাওনা টাকা দেওয়ার জন্য টিটনকে তার দোকানে ডাকে পরে দুজনার কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে টিটনের বাবা গফ্ফার হোসেন বাড়ি থেকে ক্রিকেটের স্ট্যাম্প নিয়ে এসে মফিজুলের মাথায় এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে পিটাতে থাকে পরে তার জ্ঞান হারালে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ওই বাজারের আব্দুল বারী ক্লিনিকে ভর্তি করে। ক্লিনিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতলে পাঠিয়ে দেয়।

বর্তমানে মফিজুল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে এবং পরিবারের পক্ষ থেকে মামলার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানান। এব্যপারে অভিযুক্ত টিটন বলেন মফিজুল আমার নিকট কোন টাকা পাবেনা সেলিম নামে এক ব্যক্তির নিকট টাকা পাবে। সেলিমের সাথে কথা কাটাকাটি হচ্ছিল এমন সময় আমি শুধু বলেছি একটা মিমাংশা করে নেন তার পর থেকে মফিজুল আমার নিকট

টাকা দাবি করে । সেদিন শুক্রবারে রাত ১০টার দিকে তার দোকানে ডেকে নিয়ে আমাকে মারধর করতে যায় এসময় ধাক্কা-ধাক্কির এক পর্যায়ে পড়ে গিয়ে দেয়ালে আঘাত পেয়ে তার মাথা কেটে যায় আমি বা আমার বাবা তাকে কোন মারধর করেনি।

ঝিনাইদহে সামাজিক বিরোধের জেরে পিটিয়ে জখম, থানায় মামলা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সুরাট ইউনিয়নের সামাজিক বিরোধের জেরে ঝিনাইদহ শহরে একা পেয়ে মোঃ শাকিল হোসেন (২৩) কে কুপিয়ে ও পিটিয়ে জখম করেছে প্রতিপক্ষরা।

এ ব্যাপারে আহতের ভাই বাদি হয়ে ৪ জনের নাম উল্লেখ করে এবং ৭/৮ জন অজ্ঞাত নামাকে আসামী করে ঝিনাইদহ সদর থানায় এজাহার দায়ে করেছেন।

আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে শহরের প্রিন্স হাসপাতালে পশ্চিম পার্শ্বে পাকা রাস্তার উপর এই ঘটনা ঘটে।

এ ব্যাপারে ভিকটিমের ভাই সদর উপজেলার লাউদিয়া গ্রামের আবু জাফর লস্করের ছেলে গোলাম কিবরিয়া লস্কর বাদি হয়ে সুরাট ইউনিয়নের পূর্ব কৃষ্ণপুর গ্রামের মো: আশরাফ হোসেন (৪৪), পিতা- লোকমান মন্ডল ও কল্যানপুর গ্রামের এনামূল (৩৮), পিতা-ইব্রাহিম, নাজমুল (২৮), পিতা- শহিদুল ইসলাম, আশিক (৩০), পিতা-মকলেছসহ অজ্ঞাতনামা ৭/৮ জনের বিরুদ্ধে থানায় এজাহার দায়ের করেণ। গোলাম কিবরিয়া লস্কর এজাহারে উল্লেখ করেন ১০ ফেব্রুয়ারী সকালে আমার আপন ভাই মোঃ শাকিল হোসেন (২৩) ও বাকের আলী (৪২) ও সাইফুল (৩২), পিতা- শহিদুল ইসলাম ঝিনাইদহ শহর হতে বাজার সওদা করে জনৈক মিলন হোসেন এর ভ্যান যোগে বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা করে সকাল অনুমান সাড়ে ১১ সময় ঝিনাইদহ হামদহ প্রিন্স হাসপাতালের পশ্চিম পার্শ্বে পাকা রাস্তার উপর পৌছানো মাত্রই সামাজিক বিরোধের কারনে পূর্ব থেকে রাস্তার পার্শ্বে ওৎ পেতে থাকা উল্লেখিত আসামীগন সহ অজ্ঞাতনামা আসামী পরিকল্পিতভাবে হত্যার উদ্দেশ্যে হাতে দেশীয় তৈরী মারাত্নক অস্ত্র-শস্ত্র সহকারে আমার ভাই ও তার সঙ্গে থাকা বারেক আলী এবং

সাইফুলকে গতিরোধ করে।

তখন অবস্থার বেগতিক দেখে আমার ভাই শাকিল ভ্যানের উপর থেকে নেমে দৌড় দিলে আসামীরা পিছন ধাওয়া করে পুলিশ লাইনপাড়স্থ জনৈক হাফিজ উকিল এর বাড়ীর সামনে পাকা রাস্তার উপর আমার ভাই শাকিলকে ধরে ফেলে ১নং আসামী আশরাফ হোসেন খুন করার হুকুম দিয়ে সে নিজে তার হাতে থাকা থাকা ধারালো রাম-দা দিয়ে খুনের উদ্দেশ্যে আমার ভাই সাকিল এর মাথা লক্ষ্য করে সজোরে কোপ মারে। মাথা নিচু করে ডান দিয়ে সরিয়ে নিলে কোপটি আমার ভাই শাকিলের বাম কাধের উপর লেগে গুরুতর জখম হয়। এভাবে সকল আসামী ধারালো চাপাতী, লাঠি ও লোহার রড দিয়ে খুনের উদ্দেশ্যে মাথার উপরে এলোপাথাড়ী কোপ মেরে কাটা রক্তাক্ত জখম করে। এভাবে শরীরের বিভিন্ন স্থানে রক্তাক্ত জখম করে। তখন তার সঙ্গে থাকা, বাকের আলীম সাইফুল ও ভ্যান চালক মিলন হোসেন ঠেকাতে গেলে আসামীরা তাদেরকেও মারপিট করে জখম করে। এছাড়াও এজাহারে আরও উল্লেক করেন, আসামী এনামূল তার জখমী ভাইয়ের গলা থেকে ৮ আনা ওজনের একটি স্বর্নের চেইন ও কিছু নগদ টাকা নিয়ে নেয়। আহতদের ডাক চিৎকারে অনেকেই ছুটে এলে আসামীরা দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা আহত শাকিল কে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করে। এই ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার করে দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।

এ ঘটনায় সুরাট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আশরাফ হোসেন বলেন আমি এই ঘটনার কিছুই জানিনা, এসব আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। এবিষয়ে ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহীন উদ্দিন জানান এব্যাপারে একটি অভিযোগ পেয়েছি, আমারা তদন্দ করে ব্যবস্থা নিবো।

গাংনীতে মেয়ে ভাগানোর দোষ দিয়ে যুবককে পিটিয়ে জখম

প্রেমে সহযোগীতা দিয়ে মেয়েকে ভাগিয়ে দিয়েছে এই অভিযোগে রতন আলী
(৩৫) নামের এক যুবককে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে দুই হাত ভেঙ্গে দিয়েছে।

আহত রতন গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামের ডুবাপাড়া এলাকার মনোয়ার হোসেনের বড় ছেলে। হামলাকারি একই গ্রামের জারু’র ছেলে ফজল হোসেন।

স্থানীয়রা আহত রতনকে উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন। পরে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রেফার্ড করেন।

মঙ্গলবার বিকালের দিকে প্রকাশ্যে দিবালোকে কসবা বাজারে উপর এই হামলার ঘটনা ঘটে। রতনের দুই হাত ভেঙ্গে চুরমান হয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।

আহত রতন বলেন, আমাকে মোবাইল ফোনে ডাক দিলে আমি বাজারে আসি। বাজারে আসার সাখে সাখে আমাকে মোটরসাইকেলের উপর থেকেই দু হাতে আঘাত করতে থাকে। আমার চিৎকারে মানুষ জন ছুটে এলে সে পালিয়ে যায়।

আহতের পরিবারের লোকজন জানান, হামলাকারী ফজলুর পরিবারের একটি মেয়ে ছেলের সাথে পালিয়ে গেছে। সে ঘটনায় রতনকে তার সহযোগী হিসেবে দোষ দিয়ে তারা এই হামলার ঘটনা ঘটিয়েছে।